: সমুদ্রগুপ্তের সম্রাজ্য বিস্তার :

সভাকবি হরিষেণ রচিত এলাহাবাদ প্রশস্থি থেকে জানা যায় যে , প্রথম কুমারগুপ্ত পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী মনাোনীত করে গিয়েছিলেন এবং সমুদ্রগুপ্তের মনাোনয়নের কথা প্রকাশ্যভাবে ঘাোষণা করা হলে তার 'তুল্যকুলজ'বা আত্মীয়বর্গ মর্মাহত হয়েছিলেন। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপির এই বিবরণ থেকে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন যে , প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর রাজপরিবারে উত্তরাধিকার সমস্যা দেখা দিয়েছিল । কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রায় 'কচ ' নামে এক রাজার নাম পাওয়া যায় । ঐতিহাসিক ভিনসেন্ট স্মিথের মতে ' কচ ' ছিলেন সমুদ্রগুপ্তের প্রতিদ্বন্দ্বী অপর এক ভ্রাতা এবং সমুদ্রগুপ্ত 'কচ ' - কে হত্যা করে সিংহাসনে আরহন করেছিলেন । কিন্তু ডক্টর অ্যালান মনে করেন 'কচ ' ছিল সমুদ্রগুপ্তেরই নাম । সমুদ্রগুপ্তের পূর্ব নাম ছিল 'কচ ' । রাজ্যজয়ের পর তিনি সমুদ্রগুপ্ত নাম ধারন করেছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ্য তথাকথিত রাজা ' কচ ' - এর দ্বারা প্রচলিত স্বর্ণমুদ্রার একপিঠে ' সর্বরাজোচ্ছেত্তা ' কথাটি উৎকীর্ণ । অন্যদিকে গুপ্তবংশের সরকারী দলিল পত্রে ' 'সর্বরাজোচ্ছেত্ত ' উপাধিটি একমাত্র সমুদ্রগুপ্তের প্রতিই প্রযুক্ত করা হয়েছে ।

সমুদ্রগুপ্তের সিংহাসনে বসার যথার্থ কাল সম্পর্কে সঠিক কিছুই জানা যায় না । নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রলিপি অনুসারে সমুদ্রগুপ 325 খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরাোহন করেছিলেন । ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে , সমুদ্রগুপ্ত 340 ও 450 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন । ডক্টর রাধাকুমুদ মুখার্জির মতে সমুদ্রগুপ্ত 325 থেকে 380 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রাজত্ব করেছিলেন । তবে সাধারণভাবে মনে করা হয় , প্রথম চন্দ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর 335 খ্রিস্টাব্দে সমুদ্রগুপ্ত ক্ষমতাসীন হন

প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের দুই উজ্জ্বল তারকা শাসক ছিলেন মৌর্য সম্রাট অশক ও গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত । এই দুই মহান শাসকের উদ্দেশ্য ছিল ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন । কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন অশকের ঠিক বিপরীত । সম্রাট অশাোক শান্তি ও অহিংসার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন । কিন্তু সমুদ্রগুপ্ত হিংসা সাম্রাজ্য বিজয়ের নীতিতেই খ্যাতি লাভ করেছিলেন । অথাৎ অশাোক দিগ্বিজয়ের পরিবর্তে ধর্মবিজয়ের অনুসরণ করেছিলেন । অন্যদিকে সমুদ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ী অতিকায় সামাজিক অভিযানের দ্বারা ক্ষুদ্ররাজ্যগুলিকে উচ্ছেদ করে ভারতের এক বিশাল ভূখণ্ডে রাজনৈতিক ঐক্যস্থাপন করেন।

সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিস্তার

প্রথম ভাগ : সমুদ্রগুপ্তর রাজ্যবিস্তারের কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে হরিষেণের এলাহাবাদ প্রশস্তিতে । সমুদ্রগুপ্ত যে রাজ্য ও উপজাতিগুলিকে পরাস্ত করেন হরিষেণ প্রশস্তিতে তাদের চারভাগে ভাগ করা হয়েছে । প্রথম ভাগে আর্যাবর্তের ন'জন রাজার নাম পাওয়া যায় ।

এলাহাবাদ প্রশস্তির একাদশ স্তবকে সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক আর্যাবর্তর নয়জন রাজার পরাজয় প্রসঙ্গে ' উন্মুল্য ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে , যার অর্থ হল সম্পূর্ণ উচ্ছেদ বা মূলাোৎপাটন । এদের রাজ্য সরাসরি গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয় । এরা হলেন (১) নাগসেন , নাগবংশীয় রাজা , রাজ্য পদ্মাবতী বা বর্তমান গাোয়ালিয়র । (২) গণপতি নাগ , নাগবংশীয় রাজা , রাজ্য মথুরা। (৩) অচ্যুৎ , রাজ্য অহিচ্ছত্র বা বর্তমান রাোহিলখণ্ড । (৪) চন্দ্রবর্মন , রাজ্য বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল । (৫) রুদ্রদেব , সম্ভবত পশ্চিম শক ক্ষত্রপ দ্বিতীয় রুদ্রদামন অথবা তার পুত্র তৃতীয় রুদ্রসেন । (৬) নাগদত্ত , রাজ্য সম্ভবত বর্তমান উত্তরবঙ্গ । (৭) মাতিল , রাজ্য সম্ভবত বুলন্দশহর । (৮) নন্দিন , সম্ভবত নাগবংশীয় রাজা , রাজ্য মধ্যভারত অঞ্চল । (৯) বলবর্মন , রাজ্য সঠিক ভাবে জানা যায় না ।

হরিষেণ প্রশস্তিতে বলা হয়েছে সমুদ্রগুপ্ত তার আর্যাবর্ত যুদ্ধ পুষ্পনগরী থেকে শুরু করেছিলেন । এলাহাবাদ প্রশস্তির সপ্তম,অষ্টম স্তবকে বলা হয়েছে যে সমুদ্রগুপ্ত যখন পুস্পনগরী (সম্ভবত পাটলিপুত্র) -তে আনন্দ উপভগ করছিলেন তখন তার বিজয়ী সেনাদল কোটা পরিবারের এক রাজাকে পরাস্ত করেন ।

দ্বিতীয় ভাগ — দক্ষিণ ভারত (১২ জন রাজা) : দ্বিতীয় ভাগে দক্ষিণ ভারতের ১২ জন রাজার উল্লেখ আছে যাদের সমুদ্রগুপ্ত পরাস্ত করেছিলেন । কিন্তু তাদের রাজ্য তিনি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেননি । হরিষেণ প্রশস্তির অষ্টম স্তবকে 'সর্বদক্ষিণাপথ রাজার ' বশ্যতা স্বীকারের কথা বলা হয়েছে । এঁরা হলেন— (১) মহেন্দ্র , রাজ্য কোশল
অর্থাৎ বর্তমান মধ্যপ্রদেশের অংশবিশেষ । (২) ব্যাঘ্ররাজা , রাজ্য মহাকান্তার অর্থাৎ ওড়িশার জেপুর জেলা । (৩) মন্তরাজ , রাজ্য কৌরল ঐতিহাসিক D. R. ভাণ্ডারকারের মতে মধ্যপ্রদেশের শাোনপুর অঞ্চলে অবস্থিত ছিল কুরল । কেউবা ওড়িশায় আবার কেউবা তামিলনাড়ুতে এই রাজ্যটির অবস্থান নির্দেশ করেছেন । (৪) মহেন্দ্রগিরি , রাজ্য পিষ্ঠপুরম অর্থাৎ অন্ধ্রের গাোদাবরী জেলা । (৫) স্বামীদত্ত , রাজ্য কোত্তর অর্থাৎ ওড়িশার গঞ্জাম জেলা । (৬) দামন , রাজ্য এরন্ডপল্ল অর্থাৎ বিশাখাপত্তনম জেলা । (৭) বিষ্ণুগাোপ , রাজ্য কাঞ্চি অর্থাৎ তামিলনাড়ুর কাঞ্জিভরম জেলা । (৮) হস্তিবর্মন , রাজ্য বেঙ্গি অর্থাৎ গাোদাবরী জেলার এলাোর । (৯) নীলরাজ , রাজ্য অবমুক্তা অর্থাৎ কাঞ্চির নিকটবর্তী স্থান । (১০) উগ্রসেন , রাজ্য পলাক্ক অর্থাৎ নেল্লোর জেলা। (১১) কুবের , রাজ্য দেবরাষ্ট্র , সম্ভবত বিশাখাপত্তনম অঞ্চল । (১২) ধনঞ্জয় , রাজ্য । কুস্থলপুর অর্থাৎ উত্তর আর্কট জেলা ।

গ্রহণ পরিমাোক্ষ নীতি : এই রাজ্যগুলিকে জয় করেও সাম্রাজ্যভুক্ত না করার নীতিকে হরিষেণ 'গ্রহণ পরিমাোক্ষ নীতি'আখ্যা দিয়েছেন । অর্থাৎ শত্রুকে পরাস্ত করে ও তার রাজ্য প্রত্যর্পণ করা কিন্তু 'শ্রী ' বা সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে না দেওয়া । আর্যাবর্তের রাজাদের পরাজিত

করে সমুদ্রগুপ্ত বিন্ধ্য অঞ্চলের আটবিক রাজাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন , আটবিক রাজ্যগুলি অধিকার করার ফলে গুপ্তরাজ্য দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে ।

তৃতীয় ভাগ —৩ টি প্রত্যন্ত প্রদেশ : তৃতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত মধ্যভারতের কিছু আটবিক রাজা অর্থাৎ অরণ্য - অধিপতি ও ৩ টি প্রত্যন্ত প্রদেশ যারা সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য হয় । রাজ্যগুলি হল— (১) সমতট অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশের অংশবিশেষ । (২) দেবক অর্থাৎ বাংলাদেশের ঢাকা জেলা। (৩) কামরূপ অর্থাৎ উত্তর অসম । (৪) নেপাল । (৫) কর্তৃপুর অর্থাৎ পাঞ্জাবের কর্তারপুর অথবা বর্তমান উত্তরাঞ্চলের কুমায়ুন গাড়ায়াল অঞ্চল । প্রত্যন্ত রাজ্যগুলির অবস্থান থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পরিসীমা নির্ধারণ করা সম্ভব ।

চতুর্থ ভাগ —৯ টি উপজাতীয় রাজ্য : চতুর্থ ভাগের অন্তর্ভুক্ত নয়টি উপজাতীয় রাজ্য । এই উপজাতিগুলির অস্তিত্ব মৌর্যযুগ থেকেই ছিল । এগুলি হল— (১) মালব অর্থাৎ বর্তমান পূর্ব রাজস্থান । (২) অর্জুনয়ন অর্থাৎ বর্তমান নাগপুর । (৩) যৌধেয় অর্থাৎ শতদ্রু বিপাশা অঞ্চল । (৪) মদ্রক অর্থাৎ রাভি - চেনাব অঞ্চল । (৫) আভীর অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের ভিলসা । (৬) সনকানিক অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশের ভিলসা অথবা পাঞ্জাবের কোন অঞ্চল । (৭) প্রার্জুন অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ অথবা গান্ধার । (৮) কাক অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ অথবা কাশ্মীর । (৯) খরপারিক অর্থাৎ মধ্যপ্রদেশ অথবা উত্তর - পশ্চিম ভারত মনে করা হয় ।

গুপ্তরাজদের সামরিক শক্তিতে ভীত হয়ে এই উপজাতীয় গণরাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্তের অনুগত্য স্বীকার করে নেয় । রামিলা থাপার অবশ্য মন্তব্য করেছেন , ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক সমুদ্রগুপ্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বিরধী উপজাতীয় প্রজাতন্ত্রগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন । রমেশচন্দ্র মজুমদার মনে করেন উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য এবং পশ্চিমে লাহোর - কর্নাল থেকে পূর্বে দক্ষিণ - পূর্ব অংশ ছাড়া প্রায় সমগ্র বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড সমুদ্রগুপ্তর প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে ছিল । ভুলবশত করদ রাজ্যগুলিকে প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল বলে গণ্য করা হয়েছে।

সম্ভাব্য প্রশ্ন :---

1) সমুদ্র গুপ্ত কে ছিলেন ?
2) সমুদ্র গুপ্ত অশোকের সাম্রাজ্য নীতির পার্থক্য কোথায় ?
3) উনমূল্য নীতি কি ?
4) গ্রহণ পরিমোক্ষ নীতি কি ?

5) সমুদ্র গুপ্ত কোন কোন আটবিক রাজ্য জয় করেন ?

6) সমুদ্রগুপ্তের উত্তর ভারত ও দক্ষিণ ভারতের নীতির পার্থক্য লেখ।